

বদলে যাচ্ছে পর্যটন নগরী কক্সবাজার

- A Monitor Desk Report

Date: 21 August, 2023



বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতের পর্যটন নগরী কক্সবাজার। দেশ-বিদেশের লাখো পর্যটক ভ্রমণ করলেও জেলাটিতে ছিল না রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা। সেই অপেক্ষা এবার ফুরাচ্ছে। দেশের সর্ব দক্ষিণের জেলায় শিগগিরই চালু হচ্ছে রেল। সেপ্টেম্বরেই হওয়ার কথা রয়েছে ঢাকা-কক্সবাজার রেলপথে ট্রেনের প্রথম ট্রায়াল রান।

কক্সবাজারের উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আরো কয়েকটি মেগা প্রকল্প। প্রকল্পগুলো এই জেলায় হলেও এর সুফল পাবে পুরো দেশ। সাগরের বুকে বিমানবন্দরে দেশের দীর্ঘতম রানওয়ে নির্মাণ প্রায় শেষের দিকে। চলতি বছরই সমুদ্র ছুঁয়ে ওঠানামা করবে উড়োজাহাজ। পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালীতে হচ্ছে তেল পরিবহনের জন্য ইনস্টলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন প্রকল্প। প্রকল্পটি চালু হলে জ্বালানি তেল খালাসে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এ দিকে দেশের গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে মাতারবাড়ীর কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এশিয়ান হাব হিসেবে জাহাজগুলোর জন্য যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে বন্দরটি পরিচিতি পাবে। এতে মহেশখালী দ্বীপ পরিণত হবে দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক জোনে। এ ছাড়া বন্দরের উপকূল ঘেঁষেই মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়নের ১ হাজার ৪১৪ একর জমির ওপর তৈরি হয়েছে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এর প্রথম ইউনিট উৎপাদন শুরু করে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করেছে।

এর বাইরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক কক্সবাজার, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, মেরিন অ্যাকুরিয়াম স্থাপনের মতো প্রকল্পের মধ্য দিয়ে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্পে বদলে যাচ্ছে পর্যটন নগরী কক্সবাজার।

২০১০ সালে ঢাকা-কক্সবাজার রেল চলাচলের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে সরকার। এর মাধ্যমে চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হবে।

আরও পড়ুন: [চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের ৯০ কিলোমিটার দৃশ্যমান](#)

প্রথম পর্যায়ে দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ দশমিক ৮৩১ কিলোমিটার সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ করা হচ্ছে। এই পথে রেলস্টেশন থাকছে ৯টি। পুরো প্রকল্পের জন্য এক হাজার ৩৯১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজার সদরের ঝিলংজায় নির্মিত হচ্ছে আইকনিক রেলস্টেশন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে ১৮ হাজার ৩৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। সড়কপথে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যেতে যেখানে সময় লাগে সাড়ে ১১ ঘণ্টা, ট্রেনে পৌঁছাতে সেখানে লাগবে মাত্র সাড়ে ৬ ঘণ্টা। কমে আসবে পরিবহন ব্যয়ও। চলতি বছরেই চালু হবে ঢাকা-কক্সবাজার রেল চলাচল। আর এর মাধ্যমেই খুলতে যাচ্ছে রেলের দক্ষিণের দুয়ার।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকতের তীর ঘেঁষে চলছে কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ের নির্মাণকাজ। সমুদ্রের জলরাশির ওপর রানওয়ের এক প্রান্ত থাকবে। দিনরাত সাগরজল ছুঁয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ওঠানামা করবে এই রানওয়েতে। রানওয়ের নির্মাণকাজ শেষ হলে অনেকটা ভাসমান রানওয়েতে নামবেন বিমানে আসা যাত্রীরা। অবতরণের সময় যাত্রীদের মনে হবে, যেন সাগরেই নামতে যাচ্ছেন তারা। এমন ব্যতিক্রম অনুভূতি দেয়ার পাশাপাশি কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বের দৃষ্টিনন্দন বিমানবন্দরের তালিকায় স্থান পেতে যাচ্ছে এই বিমানবন্দর। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে বিমানের রিফুয়েলিংয়ের জন্য সবাই দুবাইকে গেটওয়ে হিসেবে ব্যবহার করে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকেও ২০০ ফুট বড় রানওয়ে সমৃদ্ধ কক্সবাজার বিমানবন্দর আগামীতে আন্তর্জাতিক আকাশপথের রিফুয়েলিং হাব হবে। রানওয়ে পরিষেবা চালু হলে বোয়িং ৭৭৭ এবং বোয়িং ৭৪৭-এর মতো বড় বিমানগুলো কক্সবাজার বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম হবে।

-B